সংবাদ

তারিখ 6 MAY 2003
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শিক্ষা কমিটি

শিক্ষক সংগঠনগুলোর মিশ্র প্রতিক্রিয়া

রাশেদ মেহেদী ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একাডেমিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা কমিটি গঠনের ব্যাপারে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে।

সোমবার এ ব্যাপারে আলাপ করলে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি শেখ আমানুল্লাহ বলেন, এ কমিটি গঠনের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক-কর্মচারীদের কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তিনি বলেন, কমিটিতে শিক্ষক প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তাদের তেমন কোন ভূমিকা রাখার সুযোগ নেই। কমিটি নিয়ন্ত্রণ করবেন স্থানীয় রাজনীতিবিদ ও আমলারা। সরকারি প্রজ্ঞাপনে কৌশলে তাদেরকেই সর্বময় ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমলাতান্ত্রিক ও রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ফলে সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রমই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির এক বিবৃতিতে এ আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বলা হয়, দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে ও অর্থের বিনিময়ে থানা পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগের অশুভ উদ্দেশ্যেই সম্প্রতি সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে।

গতকাল হবিগঞ্জে অনুষ্ঠিত সিলেট বিভাগীয় শিক্ষক-কর্মচারী সমাবেশেও জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিটি প্রতিক্রিয়া ঃ পৃঃ ২ কঃ ৫

প্রতিক্রিয়া ঃ মিশ্র

(১২ পৃষ্ঠার পর)

গঠনের প্রজ্ঞাপন জারির নিন্দা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, আসন্ন বাজেটে যাতে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের শতকরা ১০ ভাগ বেতন বৃদ্ধি এবং ৩০ ভাগ মহার্ঘভাতা না দেয়া হয়, সেজন্যই এ ধরনের সরকারি পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। শিক্ষক নেতারা বলেন, বর্তমানে সারাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারীদের ওপর ভয়াবহ নির্যাতন চালানো হচ্ছে। যারা নির্যাতন করছে তাদের তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ ব্যাপারে আলাপকালে বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদের মহাসচিব অধ্যক্ষ শরীফুল ইসলাম বলেন, এ কমিটি গঠনের আইডিয়া খুবই ভাল। কমিটিতে পর্যাপ্ত শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ আছে। আপাতদৃষ্টিতে এ উদ্যোগকে ভালই মনে হচ্ছে। তবে এটা যদি রাজনৈতিক উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়, তাহলে তা খুবই সমস্যার সৃষ্টি করবে, এ দিকেই দায়িত্বশীলদের যথাযথ লক্ষ্য রাখতে হবে।